বাংলাদেশের অন্ধ ভারত বিরোধিতা

-বিপ্লব

জয়নাল আবেদিনের 'র' এর ওপর আবিস্কার নিয়ে এতো হই চয় দেখে অবাক হচ্ছি। প্রথমেই মজা পেলাম 'র' এর হেডকোয়ার্টারের ছবি দেখে। আমার এক বন্ধু 'র' তে কাজ করত। ট্রেনিং এর সময়, সেও জানত না 'র' এর হেড কোয়ার্টার কোথায়। পৃথিবীর খুব কম দেশেই বৈদেশিক গুপ্তচর সংস্থার হেডকোয়ার্টার দৃস্টিগোচরে আনা হয়। বোঝা গেল বাংলাদেশে অন্ধ ভারত বিরোধিতার একটা ভালো মার্কেট আছে। তাতে কুছভি চলতা হ্যায়। ম্যায়, 'র' এর অস্তিত্বহীন হেডকোয়ার্টার পর্যন্ত।

অর্থাৎ ব্যাপারটা 'র' না। দায়ী অন্ধ ভারত বিরোধিতা।

কারণটা অবশ্যই ধর্মভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজ। ভারতে দৈনিক ১৯০০ ক্যালোরি খাবার জোটাতে পারে মোটে ৭০% লোক। বাংলাদেশে সংখ্যাটা ৪৬%! ৫৪% বাঙালীর অভুক্ত পেটের আগুন যাবে কোথায়?

পেটের আগুন থেকে সমাজের প্রতি ঘৃণা আসে। বিতৃষ্ণা তৈরী হয় আর্থসামাজিক কাঠামো, বিচারবিভাগের ওপর। পরিস্থিতি তৈরী হয় সমাজবিপ্লবের। এই হতাশা থেকেই নাজী জার্মানীর জন্ম। জন্ম মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট ইটালীর। আর অভুক্ত বাংলাদেশ ফ্যাসিজমের দিকে এগোচ্ছে জামাতের হাত ধরে। যাদের ম্যানিফেস্টো হচ্ছে ইসলামিক বিপ্লবের। প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা যখন ব্যর্থ হয়, বৈপ্লবিক পরিবর্তন সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

ইসলাম তথা যেকোন ভাববাদী ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দর্শনের শত্রু লাগে। কারণ, ভাববাদটা ফাঁকা, কিন্তু শত্রুটা বাস্তব। তাই হিন্দুত্ববাদীদের অস্তিত্ব নির্ভর করে মোল্লাদের মারকাটারী ইসলামের ওপর। আর মোল্লাদের ইসলামের পরিত্রাতা হচ্ছে হিন্দু ভারত! গলায় গলায় জগাই মাধাই।

তাহলে বাংলাদেশের ভারত বিরোধিতার পুরোটাই কি অন্ধ? ভিত্তিহীন?

জলবন্টনের সমস্যাটা বাস্তব। সেটা নিয়ে বলার আগে অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়ে কিছু বলা যাক। বলা হচ্ছে বিএসফ নিরীহ গ্রামবাসী মারছে! বাস্তবটা কিন্তু আরো নিষ্ঠুর। যারা সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গুলিতে মরছে, তারা সবাই 'ক্যারিয়ার'। মাল এপার ওপার করা পার্টি। গরীব গ্রামবাসী। এই স্মাগলিং এর ওপর নির্ভর করে সংসার চলে। আগে স্মাগলিং লুক্রেটিভ ছিল-লাভের গুর বেশী থাকায় বিএসফ এর জওয়ান কাম কমান্ডারদের হাতে হিস্যাটা পৌঁছাতো। ইদানিং মুক্ত বাণিজ্যের দৌলতে, স্মাগলিংয়ে মন্দা। সীমান্তরক্ষীদের তোলা দেওয়া ক্ষমতা নেই। তাই,

সীমান্তরক্ষীরাও স্মাগলারদের মেরে জানিয়ে দিচ্ছে তোলা না দিলে ফল কি হতে পারে! সেটা বিএসফ, বিডিয়ার সবার জন্যই সত্য। এই ঘটনা নিয়ে ভারত বিরোধী রাজনীতি করা মূঢ়তা। দুই দেশের মানবিকতাবাদীদের এক সাথে এই নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।

এবার আসি 'র' এর কথায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে 'র' এর অবদান অসীম। মুজিবরকে সেই সময় লড়তে হয়েছে পাকিস্থান এবং সিয়ার ভয়ংকর যুগলবন্দীর বিরুদ্ধে। সঙ্গত কারণেই মুজিবরকে সাহায্য করেছে 'র'। নইলে সিয়া এবং আই এস আই মুজিবকে অনেক আগেই প্রাণে মেরে দিত। এর মানে মুজিব মোটেও 'র' এর চর হয়ে যান নি। এক সময় নেতাজীকেও তেজোর কুকুর বলা হত। জাপানের সাহায্য নিয়েছেন বলেই নেতাজী জাপানের চর হতে পারেন না।

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন সশস্ত্র সংগ্রামের কথা কেও জানে যেখানে , মুক্তিকামী মানুষের বৈদেশিক সাহায্যের দরকার হয় নি? সেই সময় মুজিবের দরকার ছিল ভারতের। ভারতের দরকার ছিল মুজিবের। ভারত আগেও বাংলাদেশের ধর্মনিরেপেক্ষ শক্তির সাথে ছিল, আজো থাকবে। বাংলাদেশ এখন ধর্মনিরেপেক্ষ শুভশক্তি বনাম ফ্যাসিস্ট ইসলামিস্ট শক্তির বক্সিং রিং। ভারত ধর্মনিরেপেক্ষ শক্তির পক্ষ নিয়ে থাকলে কি কিছু অন্যায় করেছে?

এবার আসি জলবন্টন প্রসঙ্গে। টাচি ইস্যু। মধুগর, হরিহর পাড়ার কাছে যেখানে পদ্মা বাংলাদেশে ঢুকেছে, সেখান থেকে তেরো কিলোমিটার দূরে আমার ছোটবেলা কেটেছে। গ্রীষ্ম বর্ষায় পদ্মার জলের স্তরের পরিবর্তন সবই নিজে চোখে দেখা।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই, যে বিহার, উত্তরপ্রদেশে সেচের জলের জন্য গঙ্গা থেকে এতো খাল কাটা হয়েছে, খোদ ফারাক্কার কাছে যখন গঙ্গা পৌঁছাচ্ছে, খুব কম জল থাকছে। গ্রীষ্মে এতো কম জল আসছে, জলচুক্তি মানা সম্ভব হচ্ছে না।

তাহলে কি কর্তব্য?

বিহার, উত্তরপ্রদেশে খালকেটে জল নেওয়া বন্ধ করতে হবে।

এমন কোন বাংলাপ্রেমী রাজনীতিবিদ আছে, যে এটা করাতো দূরের কথা, বলার সাহস রাখে?

কেও না। বললেই জামানত জব্দ হবে, পিটিয়েও দিতে পারে! এই রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার জন্য জলবন্টন সমস্যার আসু সমাধান আমি দেখতে পাচ্ছি না। ফলে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ উভয়ই গ্রীষ্মে খরার সম্মুখীন।

অর্থাৎ ভারতের জনবহুলতার জন্য, রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব নয়। বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের সামনে একটাই সমাধানের উপায়। নদীগুলির সংস্কার করতে

হবে। আরো খালবিল খুঁড়তে হবে। এবং এইভাবে বর্ষার অতিরিক্ত জল ধরে রাখতে হবে। এতে বন্যাও কমবে, গ্রীষ্মে সেচের জলও পাওয়া যাবে।

সবই হবে আর কি! আমাদের পলিটিসিয়ানদের যা চরিত্র তাতে বোধ হয়, বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান আকাশকুসুম চিন্তা!

আরো একটা ব্যাপার দ্রুত হওয়া দরকার। বাংলাদেশে পুঁজির বিকাশ হওয়া প্রয়োজন। রিলায়েন্স, টাটা, বিড়লা বাংলাদেশের শিল্পে বিনিয়োগ করলে, ভারত-বাংলাদেশের সরকার ব্যবসায়ীদের চাপে বন্ধুত্ব রাখতে বাধ্য হবে। যেমন ধরুন আমেরিকানরা চাকরী হারিয়ে প্রচন্ড ভারত এবং চীন বিরোধী। কিন্তু ব্যবসায়ীদের চাপে আমেরিকা কিন্তু ভারতের সাথে বন্ধুত্ব বাড়াচ্ছে।

বাংলাদেশে পুঁজির বিকাশই একমাত্র জামাতী ফ্যাসিবাদকে আটকাতে পারে।

ক্যালিফোর্নিয়া
১২/৫/০৫